সরকারি কর্মচারীদের জন্য কঠোর বিধি

শিগগিরই এসআরও জারি ❑ চাকরিচ্যুতি আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা যাবে না

শ্যামল সরকার

কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে বা ওই ধারায় প্রতিষ্ঠিত কোনো সংগঠনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করা ও অন্যান্য কড়াকড়ি শর্তসহ 'সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) ২০০২'-এর খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে।

প্রধানত দেশের শীর্ষ দুই রাজনৈতিক দল বিএনপি ও আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দলের অনুসারী, সুযোগ সন্ধানের প্রবণতায় গঠিত সংগঠনে সরকারি চাকুরেদের সংঘবদ্ধ হওয়ার পটভূমিতে এই বিধি জারি করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

সূত্রে জানা যায়, চূড়ান্ত প্রস্তাবটি সহসাই প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর রাষ্ট্রপতি সরকারি কর্মকমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে এসআরও (স্ট্যাটিউটরি রুলস অ্যান্ড অর্ডারস) আকারে জারি করবেন।

সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) ২০০২
চূড়ান্ত খসড়ার উল্লেখযোগ্য দিক

- রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সংগঠনে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ
- নোটিশ জারির ৮ দিনের ব্যবধানে চাকরিচ্যুত করা যাবে
- বাধ্যতামূলক অবসর/অপসারণ বরখাস্ত হলে কোনো আর্থিক সুবিধা থাকবে না
- মহিলাদের সঙ্গে ভদ্রোচিত আচরণ না করা দণ্ডনীয় অপরাধ

প্রসঙ্গত, সংবিধানের ১৩৩ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও গত ৩২ বছরে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সংসদে কোনো আইন প্রণীত হয়নি বা কোনো পক্ষ থেকে এ ধরনের আইন প্রণয়নের প্রস্তাবও করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে রাষ্ট্রপতির জারি করা সংবিধিবদ্ধ বিধিমালা ও আদেশাবলি দ্বারা সরকারি কর্মচারীদের আচার-আচরণ ও কাজকর্ম পরিচালিত হয়ে আসছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চাকরি ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা রোধে বিধিবিধান প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. আকবর আলি খানের নেতৃত্বে গঠিত সচিব কমিটি গত ৫ ফেব্রুয়ারি 'সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) ২০০২'-এর খসড়া চূড়ান্ত করে।

১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা ও বিশেষ বিধান এবং ১৯৮৫ সালের সরকারি

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

সরকারি কর্মচারীদের জন্য কঠোর বিধি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালার কতিপয় ধারা-উপধারায় সংযোজন, সংশোধন করে এ নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

সূত্র জানায়, প্রণীত নতুন বিধিমালায় সরকারি-আধাসরকারি ও বিধিবদ্ধ সংস্থায় কর্মরত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর একক ভাবে বা যৌথভাবে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন কোনো সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ বা এরকম সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা রাখা, এমনকি সহায়তা দেওয়াও বাধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ বিধান অনুমোদন করা হলে সরকারি কর্মকর্তা ও পেশাজীবীদের রাজনৈতিক ধারায় প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংগঠন, যেমন চিকিৎসকদের বিএনপি সমর্থিত ডাক্তার, জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারী ইউনিয়ন, আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ, জাতীয় বিদ্যুৎ শ্রমিক লীগ প্রভৃতি ছাড়াও টেলিযোগাযোগ ও বাংলাদেশ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সংগঠন বিলুপ্ত হবে। কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী এরূপ কোনো সংগঠনকে অন্য কোনোভাবে সাহায্য-সহযোগিতাও করতে পারবেন না।

নতুন এই বিধানের আওতায় কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে একমাত্র রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষমার সুযোগ পাবেন।

এই বিধানে সরকারি কর্মকর্তাদের কালো ব্যাজ ধারণ, কলম বিরতি, মিছিল-সমাবেশে অংশগ্রহণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

মহিলা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রতি ভদ্রোচিত আচরণ না করা, অশ্লীল শিষ্টাচার (ডেকোরাম) অনুসরণ না করার কারণকে দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার ২৫(৭) ধারায় সংযোজনের মাধ্যমে নতুন বিধিমালায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কোনো পেশাজীবী সংগঠন বা সমিতির সদস্য হওয়া এবং রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা রয়েছে এমন কোনো সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণের প্রযোজ্য ঘোষণার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ওই বিধিমালার ২৫(৪) ধারায় উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে এমন কোনো কর্মকর্তার স্বামী বা স্ত্রী রাজনীতিতে জড়িত থাকলে তা সরকারকে অবহিত করতে হবে মর্মে বিধান সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

২৫(১) ধারার সঙ্গে ২৫-১(ক) উপধারা সংযোজন করে বলা হয়েছে, কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিজে কর্মক্ষেত্রে কর্মবিরতি করবেন না বা অন্য কাউকে বিরত রাখতে পারবেন না।

FEB. 12 2002